প্রেরণাতেই যে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ, আর তোমার প্রেরণা ভিন্ন কেহ কোনও কিছু করিতে সমর্থ নয়, তাহা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" অর্থাৎ শ্রোতের শ্রবণ করিবার সামর্থ্য যাঁহার চিদাভাসসংবলনেই প্রকাশ পায়—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বিধি ও নিষেধ-মুখে সুস্পষ্টরূপেই বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রেরণাটি যে কেবল প্রাকৃতদেহ-ধারী জীবের সম্বন্ধেই করিয়া থাকে, তাহাই নহে; কিন্তু অপ্রাকৃত ব্রহ্মা এবং শঙ্করের সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবস্থা। অতএব আমার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা সেই-রূপই। কাঠের পুতুলকে ডুরী পরাইয়া কুহক যেমন নাচায়, তেমনি নাচে; স্বতন্ত্রভাবে কাঠের পুতুলের যেমন নাচিবার ক্ষমতা নাই, তেমনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত নিখিল জীবকে তুমি যেমন প্রেরণা কর, তেমনি তাহারা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রমাণটির মুখ্য তাৎপর্য্য—সেই ভক্তিরূপা চিৎশক্তির জীব-হৃদয়ে অভিব্যক্তির প্রতিও শ্রীভগবানের কৃপাই মুখ্য কারণ। ১২।৮।৪০ মার্কণ্ডেয় ঋষি শ্রীনরনারায়ণকে বলিয়া-ছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

ভগবদনুভবকর্ত্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ—শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ১৪৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥১।৮ ॥ কুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীভগবান্‌কে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা বিশুদ্ধভক্তি ভিন্ন অন্য কোনও সাধনেই যে অনুভব করাইতে পারে না, তাহাও শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া ১।৮।৩৬ শ্লোকে বলিয়াছিলেন—হে গোবিন্দ! যাঁহারা নিরন্তর তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং অন্য কেহ গান করিলে তাহার অভিনন্দন করেন, সেই সকল জনই অতি সত্বর যাহা দর্শন করিলে সংসার-পরম্পরা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই তোমার অসাধারণ চরণকমল দর্শন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকটিতে "তএব" অর্থাৎ "তাঁহারই দর্শন করিয়া থাকে"—এইরূপে "এব"-কারের অর্থে জ্ঞান-কর্ম্মাদি সাধনে যে দর্শন করিতে পারে না, তাহা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন॥ ১৪৫ ॥

শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বমাহ—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ ॥

টীকা চ—মহেশ্বরত্বে হেতুঃ, সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং সর্ব্বস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাৎ অতএব তৎকারণং মা মাং ব্রহ্ম-স্বরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনম্। যদ্বা ব্রহ্মণঃ বেদস্য কারণং